বিশ্ব ব্যাংক
তথ্য-বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সামর্থ্য বৃদ্ধি

বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ দেশের গ্রামগুলোতেই বাস করেন। প্রবৃদ্ধি ও কাজের সুযোগ বাড়াতে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেমন রয়েছে তেমনি এ দুই ক্ষেত্রের সম্ভাবনা পুরোপুরি বিকাশ লাভ করতে পারছে না কারণ গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ-সামর্থ্য ভীষণ সীমিত।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত মূলত শহর এলাকায় গড়ে ওঠা মাঝারি ও বড় উদ্যোগগুলোকেই সেবা দিয়ে থাকে। সারা দেশে দেওয়া মোট ব্যাংক ঋণের ৭৮ শতাংশই দেওয়া হয় ঢাকা ও চট্টগ্রামে। আর অতি নগণ্য – ১১ শতাংশ মাত্র যায় দেশের গ্রামাঞ্চলে।

"গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সামর্থ্য" শীর্ষক এক সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ১০ লাখ সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ব্যবসার মাত্র সাত শতাংশ এখন আনুষ্ঠানিক ব্যাংক খাত থেকে ঋণ পায়। এ সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঋণ পেতে হলে ২৯টি প্রশাসনিক স্তর পার হতে হয়, ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতার সাথে নয়টি বৈঠক করতে হয়, পুরো প্রক্রিয়ায় ৫০টির মতো ফরম পূরণ করতে হয় এবং সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতাকে প্রক্রিয়াটির পেছনে ২০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয়।

পল্লীর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অনুসন্ধান ও তা খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার এই সমীক্ষাটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দপ্তর (ডিএফআইডি) ও জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (জেবিআইসি)-এর সহায়তায় পরিচালনা করেছে।

সমীক্ষাতে দেখা যায়, সরকারি মালিকানার ব্যাংকগুলো দেশের কৃষিখাতকে কিছু মাত্রায় সেবা প্রদান করলেও এদের কর্মক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হওয়াতে দূরবর্তী সম্ভাব্য সেবা-গ্রহীতাদের কাছে তারা পৌঁছাতে পারছে না। অন্য দিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ও কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ও এদের উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রেতা-বান্ধব নয় ও ছোট ঋণের উপযোগী নয় বলে বেসরকারি মালিকানার ব্যাংকগুলো তাদেরকে ঋণ দেয় না। সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও পরিচালিত দুর্যোগ-বীমা বিশাল লোকসান দেওয়ার কারণে ১৯৮০র দশকের মাঝামাঝি বন্ধ হয়ে গেলে এরপর কৃষিখাতে এ ধরনের কোনো বীমা আর চালু হয়নি। তবে এই সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে দু'টি সূচকে বীমা কৌশলগতভাবে প্রযোজ্য হবে, এর একটি – খরাকালীন ধান-সূচক, (মৌসুমী/জরুরীকালীন বীমা?) অপরটি – বন্যাকালীন ধান-সূচক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশে, সর্বসাম্প্রতিক কালে ভারত ও থাইল্যান্ডে – সূচক ভিত্তিক বীমাকৃত পণ্য বেশ সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছে।

এই সমীক্ষায় চিহ্নিত সীমাবদ্ধতাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সামনের মাসগুলোতে সমীক্ষাটিতে পাওয়া ফলাফল প্রচারের জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

যোগাযোগ
রিজওয়ান-উল-আলম (৮৮০২) ৮১৫-৯০১৫, এক্সটেনশন-৪২৪২
ইমেইল: salam3@worldbank.org

বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংক বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: www.worldbank.org.bd এবং www.worldbank.org